গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.০৩৫.১৮-৬৩২

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
১১ ডিসেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ নভেম্বর ২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিতি সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এ কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mor.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

০২। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড কপি, ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠেয় সমন্বয় সভার কার্যপত্র প্রস্তুতের জন্য অনিষ্পন্ন বিষয় এবং আলোচ্য বিষয় (যদি থাকে)-এর তালিকা আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে এবং **Nikosh font** এ-সফট কপি admin2@mor.gov.bd ঠিকানায় ই-মেইলযোগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। সহকারী রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৮। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৯। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১১। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
১৯। পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২৪। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৭। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৮। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নভেম্বর ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৮ নভেম্বর ২০১৮
সময়	:	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'-তে দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি সভায় নতুন যোগদানকারি কর্মকর্তাদের-কে নিজ নিজ পরিচয় দেয়ার জন্য আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সদ্য যোগদানকারি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মো: খালেদ হোসেন ও বেগম রেখা রানী বালো, উপসচিব জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহকারি সচিব জনাব ওয়াহেদুর রশিদ এবং রেলওয়ে পুলিশে যোগদানকারি অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক জনাব মো: মহসিন হোসেন সভায় নিজ নিজ পরিচয় দেন এবং দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানান এবং তাঁদের প্রত্যেকের সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় গত ২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়ঃ

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.১</td><td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রশাসন-১ শাখার ৪টি, অডিট শাখার ৬২টি এবং আইন শাখার ৪টিসহ মোট ৭০টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের ৬টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে।
সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। তৎপ্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-১), উপসচিব (অডিট) ও উপসচিব (আইন) বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন। অতপর: বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালক (সংস্থাপন) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন।
সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক)বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং
(খ) অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং
২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.২</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় অক্টোবর ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি, দাবী ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>বাংলাদেশ রেলওয়ে</th><th>অক্টোবর ২০১৮ মাস পর্যন্ত জের</th><th>অক্টোবর ২০১৮ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি</th><th>মোট আপত্তি</th><th>অক্টোবর ২০১৮ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট আপত্তি</th></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>১২৮৪০</td><td>৬৬</td><td>১২৯০৬</td><td>০৭</td><td>১২৮৯৯</td></tr>
<tr><td>অগ্রিম</td><td>১২১২</td><td>০১</td><td>১২১৩</td><td>০৩</td><td>১২১০</td></tr>
<tr><td>খসড়া</td><td>৬১৩</td><td>-</td><td>৬২৩</td><td>০৮</td><td>৬১৫</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৪৬৭৫</td><td>৬৭</td><td>১৪৭৪২</td><td>১৮</td><td>১৪৭২৪</td></tr>
<tr><td>মোট দাবী (হাঃ টাঃ)</td><td>৫৭,৫৬,৪৫,৮৭৩</td><td>১৪,৪১২</td><td>৫৭,৫৬,৬০,২৮৫</td><td>৩৮,০৩৮</td><td>৫৭,৫৬,২২,২৪৭</td></tr>
</table></td><td>(ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত reconcile করে প্রকৃত ও হালনাগাদ</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, গত ১৬.১০.২০১৮ তারিখ হতে ১৫.১১.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩০টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত অক্টোবর ২০১৮ মাসে ৩০টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং অক্টোবর ২০১৮ মাসে ১৮টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ৬২টি পেন্ডিং আপত্তির মধ্যে ১০ম সংসদের পিএ কমিটি'র ৩২টি অডিট আপত্তি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং রয়েছে। এছাড়া, অবশিষ্ট ৩০টি আপত্তি আধা-সরকারিপত্র এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব প্রেরণ না করার কারণে অডিট রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো reconsile করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে অনুরোধ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, এ কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে আরও আন্তরিক হওয়ার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান।
সভপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অবহেলা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;
(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অবহেলা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন।</td><td>সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-নথি কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করলে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, সিএসটিই (টেলিকম) দপ্তরে মোট কার্যক্রমের ৪৩% ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা কোষ, সংস্থাপন এবং প্রকৌশল দপ্তরেও ই-ফাইলিং শুরু হলেও সকল দপ্তরে এখনও শুরু হয়নি। তিনি আগামী সভার পূর্বে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন মর্মে সভাকে জানান।
আলোচনায় অংশ নিয়ে যুগ্মসচিব (আইন) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ছকটি বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে সরবরাহ করে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা যেতে পারে।
সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলভবনস্থ সকল দপ্তরের তথ্য সমন্বয় করে প্রতিবেদন দিতে হবে। তিনি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির তুলনামূলক বিবরণী আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দেন। তদুপরি তিনি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ই-ফাইলিং-এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি আহবান জানান এবং ই-ফাইলিং-এর সার্বিক কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশ দেন।</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালু করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে;
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত ছক মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-ফাইলিং ব্যবহারের তুলনামূলক বিবরণী উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল)</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় অক্টোবর ২০১৮ মাস পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম</th><th>সেপ্টেম্বর ১৮ মাসের জের</th><th>অক্টোবর ১৮ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>অক্টোবর ১৮ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>২৬৪</td><td>২৮</td><td>২৯২</td><td>৩৬</td><td>২৫৬</td><td>২৫৬টি মামলার মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ১০১টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৬</td><td>০১</td><td>৪৭</td><td>-</td><td>৪৭</td><td>৪৭টি মামলার মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪৬টি মামলা।</td></tr>
</table></td><td>(ক) নিষ্পত্তিযোগ্য পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাগুলো অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং ৩৩টি বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ৪৬টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ৩৩টি মামলা বাংলাদেশ রেলওয়ের ০৩জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এবং মামলার সকল কাগজপত্র দুর্নীতি দমন কমিশনে রয়েছে। এ সকল মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামলার মূল কাগজপত্র দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে পাওয়া যাবে না মর্মে হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের যে সব নিষ্পত্তিযোগ্য মামলা তদন্তাধীন রয়েছে সেগুলোর সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতি ১৫ দিন পর পর তারিখ নির্ধারণ করে মামলার তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় মামলাসমূহও দ্রুত নিষ্পত্তির প্রতি জোর দেন।</td><td>কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে।
(গ) মন্ত্রণালয়ের তদন্তাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি ১৫ দিন পর পর তারিখ নির্ধারণ করে তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, মাননীয় রেল মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৭টি ক্যাটাগরির ২৯৯টি পদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট পদসমূহের নিয়োগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। এছাড়া, নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির শূন্য পদ পূরণের চাহিদা প্রেরণের জন্য জিএম (পূর্ব) ও জিএম (পশ্চিম)সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন ট্রেডের ২৩জন উপসহকারি প্রকৌশলী (এসএই) যোগদান করেছেন। অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>শ্রেণি</th><th>মোট পদ</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্যপদ</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪০৮</td><td>১৫৫</td><td></td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৯০৪</td><td>৬৮৩</td><td></td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৬৮১</td><td>৮৯৬৩</td><td></td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১০৭০৭</td><td>৫৭৭৪</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৪৭০০</td><td>১৫৫৭৫</td><td></td></tr>
</table>
মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, আগামী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ওয়েম্যান পদে এবং আগামী ডিসেম্বর ২০১৮ মাসের মধ্যে খালাসী নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করাসহ শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল নিয়োগ বিধি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্যও নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) মাননীয় রেল মন্ত্রী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ১ম ও ২য় শ্রেণির নন ক্যাডার সকল শূন্য পদ পূরণের জন্য চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল নিয়োগ বিধি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে; এবং
(ঘ) আগামী ১০(দশ) দিনের মধ্যে ওয়েম্যান পদে এবং আগামী ডিসেম্বর ২০১৮ মাসের মধ্যে খালাসী নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে ;</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)</td><td>(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: উপসচিব (প্রশাসন-১ অধিশাখা) সভায় জানান যে, অক্টোবর ২০১৮ মাসে মোট ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে এবং ১৪২টি মামলায় ৩১,২৮০/- টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে। তবে কোন আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
আলোচনায় অংশ নিয়ে উপসচিব (প্রশাসন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, সুনির্দিষ্ট তারিখে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য আদেশ জারি করা হয় বিধায় অনেক সময় ঐ দিনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ সরকারি জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারেন না। তিনি সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না করে</td><td>(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জোরদার করতে হবে; এবং
(খ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার যোগ্য মন্ত্রণালয়ের সকল</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		মোবাইল কোর্ট পরিচালনার আদেশ জারি করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াও যাত্রীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদে ট্রেন ভ্রমণ নিশ্চিতের স্বার্থে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার যোগ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়ার নির্দেশনা দেন।	কর্মকর্তার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।	
		(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ট্রেন ও স্টেশনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ রেল চলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি পরীক্ষা করে থাকেন। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরের ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। অক্টোবর, ২০১৮ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৫৮৫টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৬৬৪টি মোট ১২৪৯টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এসএসএই/টিক্সআরগণকে আন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং যাত্রীসাধারণ যেন স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, রেল স্টেশন ও রেলের ভিতরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুইপার থাকা সত্ত্বেও যে সকল স্ট্রেশনে ট্রেন থামে না সে সকল স্টেশন অপরিস্কার ও নোংরা থাকে। তাই এগুলো নিবিঢ় তদারকি করা প্রয়োজন।	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) রেল ও রেলস্টেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।
		(গ) **সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০১৮ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সময়ানুর্বিততার হার ছিল যথাক্রমে ৮০%, ৮৫% এবং ৮৬.৬৬%। বাংলাদেশ রেলওয়ের সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য এবং সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মর্মে তিনি জানান। এছাড়া, মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত রেখেছেন। সভাপতি সময়সূচিতে বিচ্যুতি কমানোর নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সময়সূচি মোতাবেক যথা সময়ে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে হবে এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(ঘ) রেল সেবা সপ্তাহ আয়োজন: সভাপতি মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও রেল সেবা সপ্তাহ'১৮ উপলক্ষে রেলভবন, কমলাপুর রেল স্টেশন, পূর্ব ও পশ্চিম মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে আলোকসজ্জা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, রেল সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ট্রেনের ইঞ্জিন, সীট কভার, লাইট, ফ্যান, বাথরুম, খাবার কোচ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করাসহ সার্বিক কার্যক্রমের একটি চিত্র যাত্রী সাধারণের কাছে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হবে। তিনি রেল সেবা সপ্তাহ আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে-তে গঠিত টাস্কফোর্সকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধ জানান।	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও রেল সেবা সপ্তাহ'১৮ আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ;

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) রেলওয়ে পুলিশ হতে প্রাপ্ত মোবাইল কোর্ট, পুলিশি অভিযান, যাত্রী গ্রেফতার, জরিমানা ইত্যাদি কার্যক্রমের ওপর প্রস্তুতকৃত নিম্নোক্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>মোবাইল কোর্ট</th><th>পুলিশ অভিযান</th><th>যাত্রী গ্রেফতার</th><th>বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড</th><th>বিচারাধীন</th><th>জরিমানা আরোপ</th><th>মোট জরিমানার পরিমাণ</th><th>উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য</th></tr>
<tr><td>সেপ্টে: ১৮</td><td>৯টি</td><td>২,২৩৬টি</td><td>৪,১৭৬ জন</td><td>৬ জন</td><td>১,৩২৮ জন</td><td>২,৮৩৭ জন</td><td>৫,৯৬</td><td>২,৩৯,৬০</td></tr>
<tr><td>অক্টো: ১৮</td><td>১১টি</td><td>২,৬৫১টি</td><td>৬,৪৭৫ জন</td><td>৭ জন</td><td>৫২০ জন</td><td>৫,১১৭ জন</td><td>৮,৮৪</td><td>৯১,৯২</td></tr>
</table>
তিনি আরও জানান যে, চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে কিন্তু চীফ কমান্ড্যান্ট (পশ্চিম)থেকে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। আলোচনায় অংশ নিয়ে চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) সভায় জানান যে, ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>অভিযান</th><th>জরিমানাকৃত যাত্রী সংখ্যা</th><th>আদায়কৃত টাকা</th><th>কারাদন্ড</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>সেপ্টেম্বর ১৮</td><td>৪৬৯</td><td>১,০৮০</td><td>১,৮০</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>অক্টোবর ১৮</td><td>৪৫৭</td><td>১৪১০</td><td>১,৪৭</td><td>-</td><td></td></tr>
</table>
আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে সম্প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি পাথর নিক্ষেপ প্রতিরোধে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, থানার ওসি, সাংবাদিক, শিক্ষক মসজিদের ইমাম, জনপ্রতিনিধি ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে জনসচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে জানান।

সভাপতি বলেন যে, যে সকল এলাকায় পাথর নিক্ষেপ বেশি হয় - সে এলাকাসহ প্রতিটি স্টেশনে রেল সেবা সপ্তাহ'১৮ উপলক্ষে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে পাথর নিক্ষেপ রোধে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, মানুষ ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনে চলাচল করে থাকে। ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ট্রেনের ছাদে যেন যাত্রী ভ্রমণ করতে না পারে - সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভা ও আইন-শৃঙ্খলা সভায় রেলওয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, চলন্ত ট্রেন থামিয়ে তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত লোকোমাস্টারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশ দেন।</td><td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং ট্রেনের ছাদে যেন যাত্রী ভ্রমণ করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;
(ঘ) তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত লোকোমাস্টারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
(ঙ) রেলওয়ে নিরাপত্তা বিধানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস।</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জনের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের অক্টোবর ২০১৮ মাসের খাতভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) রাজস্ব অর্জনের নিম্নরূপ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>খাত</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)</th><th>অক্টোবর ১৮ মাসে অর্জন</th><th>শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)</th></tr>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td>-</td><td>৬৬৬৬</td><td>৭৮০০</td><td>-</td><td>+ ১৭%</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৮৪২৫</td><td>৭০৮৩</td><td>৯২৪৪</td><td>+ ১০%</td><td>+ ৩০%</td></tr>
<tr><td>মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>২০০০</td><td>৪৪৪০</td><td>+ ৬%</td><td>+ ১২২%</td></tr>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>১৭০৮</td><td>২৫১৬</td><td>- ৪০%</td><td>+ ৪৭%</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৬৭৫৮</td><td>১০৭৯১</td><td>১৬২০০</td><td>- ৩%</td><td>+ ৫০%</td></tr>
</table></td><td>(১) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;
(২) রাজস্ব আদায়ের টার্গেট-কে মাসের পাশাপাশি মৌসুমভিত্তিক করার বিষয়টি পরীক্ষা করতে হবে; এবং
(৩) প্রতিমাসে খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণীও সভায় উপস্থাপনের করতে</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করাসহ বিবিধ আয় যথাযথভাবে অর্জনের করার নিমিত্ত সর্বাত্নক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের টার্গেট-কে মাসের পাশাপাশি মৌসুমভিত্তিক করার জন্য পরামর্শ দেন। তদুপরি, প্রতিমাসে খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণীও সভায় উপস্থাপনের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের নিম্নরুপ তথ্যাদি উপস্হাপন করেনঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>অক্টোবর ১৮ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে</th><th>সেপ্টেম্বর ১৮ মাসে উদ্ধার</th><th>অক্টোবর ১৮ মাসে উদ্ধার</th><th>অক্টোবর ১৮ মাস শেষে অবৈধ দখলে</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৬০৬.২০</td><td>৫.৪৩</td><td>২.৭৫</td><td>৬০৩.৪৫</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৭৮৬.১২</td><td>১৬.২৯</td><td>১৪.১৭</td><td>২৭৭১.৯৫</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৩৩৯২.৩২</td><td>২১.৭২</td><td>১৬.৯২</td><td>৩৩৭৫.৪০</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা, অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধারসহ রেলের উচ্ছেদকৃত জমিতে কেউ যেন স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে না পারে - সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম) সভায় জানান যে, আহসানগঞ্জ রেল স্টেশনের অনেক জায়গা বেদখল হয়েছে; কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধির অসহযোগিতার কারণে ব্যবস্হা হগ্রহণ করা যাচ্ছে না।
সভাপতি বলেন, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধারে জটিলতা সৃষ্টি হলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করা যেতে পারে। অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে-তে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। এছাড়া, উদ্ধারকৃত ভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। এলক্ষ্যে তিনি জরুরিভিত্তিতে ২০০টি RCC পিলার সরবরাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। উক্ত পিলারগুলোতে বিআর লেখা থাকতে পারে মর্মেও সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া, স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
(খ) উদ্ধারকৃত জমি যাতে পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে এবং এ লক্ষ্যে ২০০টি পিলার সরবরাহ করতে হবে।
(গ) অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে; এবং
(ঘ) স্টেশনের অবৈধ দোকান/স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৩। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করেন:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">সেপ্টেম্বর ১৮ মাসের জের</th><th colspan="2">অক্টোবর ১৮ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">অক্টোবর ১৮ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">অক্টোবর ১৮ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১১০</td><td>৬০০০৭</td><td>-</td><td>-</td><td>পূর্ব</td><td>১১০</td><td>৬০০০৭</td><td>-</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৪৬</td><td>৩৮৮৬৪</td><td>-</td><td>-</td><td>পশ্চিম</td><td>৪৬</td><td>৩৮৮৬৪</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৫৬</td><td>৯৮৮৭১</td><td>-</td><td>-</td><td>মোট</td><td>১৫৬</td><td>৯৮৮৭১</td><td>-</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সমস্ত সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম, সেরূপ মামলার তালিকা করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
সভাপতি বলেন যে, পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং রেলের সার্টিফিকেট মামলাগুলো যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনে শুনানী করা হয় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পুনরায় অনুরোধ করতে হবে। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় থেকেও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেন।</td><td>(ক) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে হবে; এবং
(খ) মাসের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে সকল সার্টিফিকেট মামলা শুনানী করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পুনরায় অনুরোধ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্ম-সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১১	টিকেট কালো বাজারি রোধকরণ	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, টিকিট কালোবাজারী বন্ধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৮ মাসের টিকিট কালো বাজারির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ০২জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃদের মধ্যে ১জনের বিরুদ্ধে ঢাকা রেলওয়ে থানায় ০১টি এবং অপর ০১জনের বিরুদ্ধে কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে থানায় ০১টি নিয়মিত মামলা রুজু হয়েছে। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) সভায় জানান যে, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক যে সকল মামলা রুজু করা হয় সেগুলোর ০৭ বছর পর্যন্ত সাজাসহ কারাদন্ড হতে পারে। তিনি আরও জানান যে, টিকেট কালোবাজারী রোধে রেল স্টেশনে আগত যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সভাপতি টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং (খ) বিনা টিকেটে কেউ যেন প্লাটফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ২। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১২	বিদেশ ভ্রমণ/ প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল	সভাপতি বলেন যে, বিদেশ ভ্রমনে সরকারি আদেশে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে বিদেশ ভ্রমণ/বিদেশ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ/প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিদেশ ভ্রমণ/বিদেশ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ/ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৩	আর্ন্তজাতিক ফোরামের সদস্যপদের চাঁদা প্রদান	সভাপতি বলেন যে, আর্ন্তজাতিক ফোরামের সদস্যপদ গ্রহণ/চাঁদা প্রদানের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে একটি পত্র পাওয়া গিয়েছে। উক্ত পত্রের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যথাসময়ে চাঁদা প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।	আর্ন্তজাতিক ফোরামের সদস্যপদের চাঁদা যথাসময়ে প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৪	বিবিধ: রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম	সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে হালনাগাদ কোন তথ্য নিয়মিত পাওয়া যায় না। তিনি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.১৩.১৮-

তারিখ: অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ডিসেম্বর ২০১৮

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্রগ্রাম।
৯। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১১। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্রগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
১৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (তাঁকে কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২২। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
২৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপ-সচিব
ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd